তাঁর সম্পর্কে। চ্যানেল আই'র তৃতীয় মাত্রা অনুষ্ঠানে জিল্লুর রহমানের উপস্থাপনায় তিনি একথা বলেন।

মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান

চ্যানেল আই'র তৃতীয় মাত্রা অনুষ্ঠানে টকশোতে মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান বলেন, আমি মনে করছি, জামায়াতের বিরুদ্ধে অন্যায় করা হয়েছে। যেই ক্ষমা ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু করে দিয়ে গেছেন, সেই বিচার আপনারা অন্যায়ভাবে করেছেন এবং একটি মানুষকে (আব্দুল কাদের মোল্লা) রাষ্ট্রীয়ভাবে আপনারা হত্যা করেছেন।

গোলাম মাওলা রনি

আওয়ামী লীগের তৎকালীন এমপি গোলাম মাওলা রনি শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা সম্পর্কে ২০১৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর দুপুর দুইটা ১০ মিনিটের দিকে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন। এতে তিনি লিখেছেন, "যে সব তরুণ বন্ধুরা ফাঁসি চাই ফাঁসি চাই বলে দাবি তুলছেন তাদেরকে বলবো চলে যান ফরিদপুর জেলার সদরপুর থানার আমিরাবাদ গ্রামে। গ্রামের দীন-দরিদ্র ঘরে কাদের মোল্লা কতো সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই তথ্য নিয়ে কাজ শুরু করুন। তারপর যান বাইশ রশি শিব সুন্দরী একাডেমিতে সেখানে কাদের মোল্লা প্রথমে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েন এবং পরে একই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। নিজের দারিদ্রতার জন্য তিনি এলাকার সম্ভ্রান্ত পীর ধলামিয়া সাহেবের বাড়িতে লজিং থাকতেন। এই লজিং থাকার সময়কাল সম্পর্কে এলাকাবাসীর সাক্ষ্য নিন।"

"ঢাকা প্রেসক্লাবে এসেও তাঁর সর্ম্পকে খোঁজ নিতে পারেন। নির্মল সেন ও সন্তোষ গুপ্তের মতো সাংবাদিকগণ যখন দেশের সাংবাদিক সমাজকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তখন কাদের মোল্লা ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি হিসেবে কিভাবে দুই বার নির্বাচিত হলেন?"

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লাকে নিয়ে এলাকাবাসীর মূল্যায়ন

মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়া অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্য নান্নু বেপারি আব্দুল কাদের মোল্লা সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, "১৯৭১ সালে আমরা যেই স্কুলের মাঠে আমি কাদের মোল্লার ট্রেনিং করাইছি, আমি খালেক মৃধা আর মঞ্জু। তখন কাদের মোল্লা ধলামিয়া পীর সাহেবের বাড়ি লজিং থাকতেন আর বাইশ রশি শিব সুন্দরী স্কুলে মাস্টারি করতেন।"

মোসলেম উদ্দিন আহমেদ, কাদের মোল্লার সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাইশ রশি স্কুলের প্রাক্তন এই প্রধান শিক্ষক কাদের মোল্লার সাথে দীর্ঘদিন সহকর্মী হিসেবেও কাজ করেছেন। ৭১-এর দিনগুলোতে কাদের মোল্লার সাথে গ্রামেই কাটিয়েছেন পুরো সময়।

মোল্লা মঈনুদ্দিন আহমদ ৫নং ভাষাণচর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, কাদের মোল্লার সহোদর ভাই নিজেও যুদ্ধকালীন সময়ে ভাইয়ের সাথে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেন। কিশোর বয়সে বড় ভাইকে দেখে অনেকটা অনুপ্রাণিত হয়েই প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। তিনি বলেন, উনি কোনো দিন কোনো মিথ্যা কথা বলছেন এ রকম অভিযোগ কারো তোলার সুযোগ নেই। একটাই দু:খ যে, একজন নিরপরাধ মানুষকে অন্যায়ভাবে রাজনৈতিক কারণে ফাঁসি দেয়া হলো, এটাই আমাদের মনের ব্যথা।

ট্রাইব্যুনালে সুশীল চন্দ্র মণ্ডল

ফরিদপুরে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার গ্রাম আমিরাবাদের বাসিন্দা ৮২ বছর বয়সী সুশীল চন্দ্র মণ্ডল ২০১২ সালের ২১ নভেম্বর ট্রাইব্যুনালে সাক্ষী দিয়েছিলেন। আদালতে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, "আমি এই মামলার আসামী আব্দুল কাদের মোল্লাকে চিনি। আব্দুল কাদের মোল্লা প্রাইমারী স্কুল পাশ করে আমার বাড়ির পাশে হাইস্কুলে পড়তে আসে। ঐ স্কুলের নাম ফজলুল হক ইনস্টিটিউট। আমার বাড়িতে সন্তোষ বাবু নামে একজন বিএসসি শিক্ষক লজিং থাকতেন। কাদের মোল্লাসহ আরো বেশকিছু ছাত্র আমার বাড়িতে ঐ শিক্ষকের নিকট পড়তে আসতো। কাদের মেহের মৃধার বাড়িতে থেকে আমিরাবাদ স্কুলে পড়াশুনা করতো। মেহের মৃধা কাদেরকে তার ছেলের মতোই ভালবাসতো। কাদের মোল্লার ব্যবহার ও আচার আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে মেহের মৃধা নিজের ছেলের সংগে কাদের মোল্লার এক বোনের বিয়ে দেয়। তারপরেই কাদের মোল্লার বাবা আমাদের আমিরাবাদে বাড়ি করে।"

"সে সাধারণত বাড়িতে আসতো না পীর সাহেবের বাড়িতে থাকতো, আমরা বাজারে গেলে দেখতাম কাদের পীর সাহেবের ঘরে বসে ব্যবসা করছে। এইভাবে ব্যবসা করতে করতে দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে তার ৯/১০ মাস পরে সে আবার ঢাকায় চলে যায় পড়াশুনা করার জন্য, সে বাড়িতে খুব কম আসতো। কাদের খুব ভাল মানুষ।"

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লাকে ৫ অভিযোগেই খালাস দিলেন এক বিচারপতি

সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি জনাব আব্দুল ওয়াহ্হাব মিয়া অপর চার বিচারপতির সাথে ভিন্নমত পোষণ করে আব্দুল কাদের মোল্লাকে ছয়টি অভিযোগের মধ্য থেকে ৫টিতেই খালাস দিয়েছেন। একটি অভিযোগে ট্রাইব্যুনালের প্রদত্ত যাবজ্জীবন সাজা বহাল রেখেছেন এবং এ ক্ষেত্রেও তিনি আপিল বেঞ্চের অপর বিচারপতিদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে ভিন্ন রায় দিয়েছেন।

ট্রাইব্যুনালের রায়ে আব্দুল কাদের মোল্লাকে ১নং অভিযোগ যথা মিরপুরে পল্লব হত্যার দায়ে ১৫ বছর জেল দেয়া হয়েছে। আপিল বিভাগ এ রায় বহাল রেখেছেন। অপরদিকে বিচারপতি জনাব আব্দুল ওয়াহ্হাব মিঞা এ অভিযোগ থেকে আব্দুল কাদের মোল্লাকে খালাস দিয়েছেন তার রায়ে। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রপক্ষ এ অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছে এবং ট্রাইব্যুনাল অন্যায়ভাবে তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে।

আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে ২নং অভিযোগ তথা কবি মেহেরুন্নেসা হত্যার অভিযোগে ১৫ বছর দণ্ড দেয়া হয়েছে ট্রাইব্যুনালের রায়ে। আপিল বিভাগের রায়ে ট্রাইব্যুনালের এ দণ্ড বহাল রাখা হয়েছে। বিচারপতি আব্দুল ওয়াহ্হব মিঞা এ অভিযোগেও আপিল বেঞ্চের অপর চার বিচারপতির সাথে ভিন্নমত পোষণ করে আব্দুল কাদের মোল্লাকে খালাস দিয়েছেন এবং মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রপক্ষ সন্দেহাতীতভাবে অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি।

আব্দুল কাদের মোল্লাকে ৩নং অভিযোগ যথা সাংবাদিক খন্দকার আবু তালেব হত্যার অভিযোগে ১৫ বছর সাজা দেয়া হয়েছে। আপিল বিভাগের রায়ে এ দণ্ড বহাল রাখা হয়েছে। বিচারপতি আব্দুল ওয়াহ্হাব মিঞা এ অভিযোগেও আপিল বিভাগের চার বিচারপতির সাথে ভিন্নমত পোষণ করে আসামীকে খালাস দিয়েছেন অভিযোগ থেকে।